ঝিনাইদহে আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাবের বর্ণাঢ্য র্যালি

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬ উপলক্ষে ঝিনাইদহে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ জুন) সকালে আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাব ঝিনাইদহের উদ্যোগে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নতুন ধোপাঘাটা ব্রিজ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে আর্জেন্টিনার জার্সি পরিহিত শত শত ফুটবলপ্রেমী তরুণ-তরুণী, শিশু ও বিভিন্ন বয়সী সমর্থক অংশ নেন। তাদের হাতে ছিল আর্জেন্টিনার জাতীয় পতাকার পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন ও মিনি ফ্ল্যাগ। শোভাযাত্রার অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রায় ৫০০ ফুট দীর্ঘ আর্জেন্টিনার বিশাল পতাকা, যা সমর্থকরা বহন করেন।

এ ছাড়া আর্জেন্টিনার পতাকায় সজ্জিত প্রাইভেট কার, ছাদখোলা জিপ, বিশেষ বাইক শো, ব্যান্ড পার্টি, ডিজে টিম, আকাশি-সাদা বেলুন ও রঙিন স্মোক পুরো আয়োজনকে উৎসবমুখর করে তোলে। সমর্থকদের স্লোগান ও বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে শহরজুড়ে সৃষ্টি হয় আনন্দঘন পরিবেশ।

র্যালির আগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যদেন আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাব ঝিনাইদহের উপদেষ্টা সদস্য ও ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, এম রায়হান, স্ট্রাইকার ভলান্টিয়ার শাহীনুর রহমান লিটন, ডিফেন্ডার ভলান্টিয়ার আহসান জিকু, কিপার ভলান্টিয়ার শাহজাহান নবীন, মিডফিল্ড ভলান্টিয়ার সামিউল পারভেজ সামি এবং ডিফেন্ডার ভলান্টিয়ার সুলতান আল এনাম।

এ সময় ফ্যান ক্লাবের ডিফেন্ডার ভলান্টিয়ার জহিরুল ইসলাম, ইনজামামুল হক, শিমুল হোসেন, সাকিব হোসেন, ইমরান, সোহাগ, নাহিদ, নয়ন, শাকিল, শাওন, তরিকুল ইসলাম, শফিক হোসেন, জাহিদুজ্জামান, শোয়েব আহমেদ, হোসাইন পার্সি, জিসান, রিজভী, হোসাইন রানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

র্যালিতে অংশ নিতে আসা শিশু তাহফিম আহাম্মেদ নিশাদ বলেন, “আমি আর্জেন্টিনার সমর্থক। এত বড় র্যালিতে অংশ নিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আমি চাই আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপে ভালো খেলুক।” আর এত মানুষের অংশগ্রহণ দেখে খুব ভালো লাগছে।

এসএসসি পরীক্ষার্থী সিয়াম সরদার বলেন, “ফুটবল আমার খুব প্রিয় খেলা। আর্জেন্টিনার খেলা আমি নিয়মিত দেখি। “বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এমন আয়োজন সত্যিই আনন্দের। বন্ধুদের সঙ্গে র্যালিতে অংশ নিয়েছি। আশা করি, আর্জেন্টিনা এবারও ভালো খেলবে।”

তরুণী সাদিয়া মল্লিক বলেন, “আর্জেন্টিনা শুধু একটি দল নয়, এটি আমাদের আবেগের নাম। এত সুন্দর ও উৎসবমুখর পরিবেশে অংশ নিতে পেরে খুব আনন্দ লাগছে। বিশ্বকাপ ঘিরে এমন আয়োজন ফুটবলপ্রেমীদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে।”

সরকারি নূরুন নাহার মহিলা কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী কেয়া খাতুন বলেন, “বিশ্বকাপ ঘিরে সমর্থকদের এমন উৎসাহ দেখে ভালো লাগছে। আমরা চাই একটি সুন্দর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিশ্বকাপ দেখতে।” আর “আর্জেন্টিনার প্রতি ভালোবাসা থেকেই আজকের র্যালিতে এসেছি। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর সবাই একসঙ্গে অংশ নেওয়ায় আয়োজনটি আরও প্রাণবন্ত হয়েছে। আমি আশা করি, বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করবে।”

সরকারি কেশবচন্দ্র কলেজ (কেসি কলেজ)-এর অনার্স শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী লাবনী আক্তার বলেন, “ফুটবল মানুষকে এক করে। আর্জেন্টিনা সমর্থকদের এই আয়োজন উৎসবের আবহ তৈরি করেছে। এমন আয়োজন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকুক।”

আয়োজকদের ভাষ্য, ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা এবং আর্জেন্টিনা দলের প্রতি সমর্থন প্রকাশের লক্ষ্যেই এ আয়োজন। তারা আশা প্রকাশ করেন, বিশ্বকাপ ২০২৬-এ আর্জেন্টিনা ভালো পারফরম্যান্স করে সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করবে।

আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাব ঝিনাইদহের স্ট্রাইকার ভলান্টিয়ার শাহীনুর রহমান লিটন বলেন, “প্রাণের উচ্ছ্বাসে হাজারো সমর্থক আজকের শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছেন। এটি সকল সমর্থকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। আমরা আশা করি, আর্জেন্টিনা আবারও শিরোপা জিতবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে বাংলাদেশও বিশ্বকাপের মঞ্চে জায়গা করে নেবে। তবে শেষ পর্যন্ত যে দলই চ্যাম্পিয়ন হোক, ফুটবলের জয় হোক।”

র্যালি শেষে নতুন ধোপাঘাটা ব্রিজ এলাকায় সমবেত হন সমর্থকরা। সেখানে ডিজে উৎসব ও আনন্দ উদযাপনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শেষ হয়। সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি ও উৎসাহে পুরো আয়োজন প্রাণবন্ত ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ঝিনাইদহে দুর্নীতি বিরোধী চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগীতা

‘সবাই মিলে গড়বো দেশ, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ’ এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে দুর্নীতি বিরোধী চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগীতা অনুষ্টিত হয়েছে।

রোববার সকালে শহরের কলাবাগান এলাকার ল্যাবরেটরি স্কুলে এই প্রতিযোগীতার আয়োজন করে জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক)।

‘বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণগুলো ও তার প্রতিকারের উপায়’ এই বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় শহরের বিভিন্ন এলাকার ৮ টি বিদ্যালয়ের অর্ধশত শিক্ষার্থী। প্রতিযোতী শেষে প্রতিযোগীয় অংশ নেওয়া বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার দেওয়া হয়।

দুপ্রক জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুন্ডুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কেসি কলেজের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. নওশের আলম, সহকারী অধ্যাপক ফরিদুল ইসলাম, দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক কওসার আহম্মেদ, সরকারি বালক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারজানা আফরোজ, দুপ্রক’র সদস্য ইসাহাক আলী, গাউস গোর্কি, তরিকুল আলম রনি প্রমুখ।

সেসময় বক্তারা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে নতুন প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ ও সততার শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

সেই সাথে শিশু-কিশোরদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি

করা গেলে ভবিষ্যতে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে আশা ব্যক্ত করেন।

ঝিনাইদহে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২৬ উপলক্ষে ঝিনাইদহে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিশুশ্রমকে লাল কার্ড” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রবিবার সকাল ১০টায় শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), ঝিনাইদহ।

কর্মসূচিতে সনাক, অ্যাকটিভ সিটিজেন গ্রুপ (এসিজি), ইয়েস গ্রুপের সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধন শেষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সনাক ঝিনাইদহের সভাপতি এন. এম. শাহজালাল।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইয়েস দলনেতা শাহিন আলম এবং স্বাগত বক্তব্য দেন সনাকের সহ-সভাপতি নাসরিন ইসলাম।
অনুষ্ঠানে টিআইবির প্রণীত ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন সনাক সদস্য সুরাইয়া পারভীন মলি।

তিনি বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরেন এবং এ সমস্যা নিরসনে টিআইবির বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবি জানান।

আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য দেন শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিষয়ক এসিজি সমন্বয়ক রুহুল আমিন, কালিকাপুর বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আব্দুর রশিদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসিজি সদস্য নার্গিস সুলতানা এবং খান-এ-খোদা সরকারি প্রাথমিক

বিদ্যালয় বিষয়ক সহ-সমন্বয়ক নূর ইসলাম পাখি।

বক্তারা বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে নিয়োজিত শিশুরা প্রতিনিয়ত নানা স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব, নীতিমালার দুর্বল বাস্তবায়ন এবং পর্যাপ্ত তদারকির অভাবে শিশুশ্রম নিরসনে কাক্সিক্ষত অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে না।

এ খাতে শিশুশ্রম বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সনাক সদস্য এম. সাইফুল মাবুদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি, নীতিমালার সীমাবদ্ধতা এবং তদারকির ঘাটতি দূর করার আহ্বান জানান। ইয়েস সদস্য মেহেরব হাসান আকাশ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাতে শিশুশ্রম সম্পূর্ণ নির্মূলের লক্ষ্যে টিআইবির সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন।

সভাপতির বক্তব্যে এন. এম. শাহজালাল বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় অনেক সুবিধাবঞ্চিত শিশু জীবিকার তাগিদে বর্জ্য সংগ্রহ ও মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

শিশুশ্রম নিষিদ্ধে আইন থাকলেও মাঠপর্যায়ে যথাযথ নজরদারি ও প্রয়োগের অভাবে তা কার্যকর হচ্ছে না। তিনি সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে ওয়ার্ডভিত্তিক কঠোর তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত শিশুশ্রম নির্মূলের দাবি জানান।

আলোচনা সভা শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ঝিনাইদহের এক হাত হারানো কৃষি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

নেমে রোগ শনাক্ত করেন,কী ওষুধ দিতে হবে বলে দেন। এক হাত না থাকলেও কাজের ক্ষেত্রে তাকে কখনো দুর্বল মনে হয়নি।’

কৃষক মো. আলামীন বলেন,’অনেক কর্মকর্তা অফিসে বসে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু মফিজ স্যারকে প্রতিদিন মাঠে দেখা যায়। তিনি আমাদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করেন। তাই কৃষকরাও তাকে পরিবারের সদস্যের মতো ভালোবাসেন।’

কৃষাণী রওশন আরা বেগম বলেন,’সবজি চাষে রোগবালাই হলে আমরা অনেক সময় অসহায় হয়ে পড়ি। স্যার নিজে এসে দেখে পরামর্শ দেন। তার কারণে অনেক ক্ষতি থেকে বেঁচেছি।’

কৃষক শরিফুল ইসলাম বলেন,’এক হাতে মোটরসাইকেল চালিয়ে যেভাবে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘোরেন,তা সত্যিই অবাক করার মতো। তিনি কর্মকর্তা নন,আমাদের আপনজন।’

মফিজ উদ্দিন বলেন,’দুর্ঘটনার পর অনেকেই ভেবেছিলেন আমি হয়তো আর কিছু করতে পারব না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম,মানুষ চাইলে যেকোনো বাধা অতিক্রম করতে পারে। কৃষকদের জন্য কাজ করার ইচ্ছাটাই আমাকে শক্তি দিয়েছে।

তার মতে,পুরস্কার বা সম্মাননা নয়,সবচেয়ে বড় অর্জন হলো কৃষকের মুখের হাসি।

তিনি বলেন, কোনো কৃষকের ক্ষতি কমলে,ভালো ফলন হলে বা তার পরিবারে স্বস্তি ফিরলে সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।’

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: নুর-এ-নবী বলেন,’মফিজ উদ্দিন অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তার কাজে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তিনি কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আস্থা অর্জন করেছেন।

একটি হাত হারিয়ে অনেকেই জীবনযুদ্ধে থেমে যান। কিন্তু মফিজ উদ্দিন প্রমাণ করেছেন,মানুষের শক্তি তার হাতে নয়,তার মনোবলে।

তাই ঝিনাইদহের কৃষকদের কাছে তিনি শুধু একজন কৃষি কর্মকর্তা নন; তিনি সাহস,সংগ্রাম,দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল প্রতীক।

[redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

মহেশপুর সীমান্তে বিজিবি’র সঙ্গে এলাকাবাসীর টহল

‎‎‘হাতে মাইক মুখে বাঁশি সীমান্তে বিজিবির কড়া নজরদারি’ ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে কয়েক দফা পুশইনের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)।

‎‎পুশইন ঠেকাতে সীমানাত এলাকা জুড়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি ও স্থানীয় এলাকাবাসী কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

‎‎রাতভোর মহেশপুর সীমান্তে চলছে বিজিবির কঠোর নজরদারি। ‎‎বিজিবির টহলে যোগ দিয়েছেন গ্রাম পুলিশ, আনসার ও এলাকাবাসী তবে এই সীমান্ত দিয়ে এখনো কোনো পুশইনের ঘটনা ঘটেনি।

ঝিনাইদহের মহেশপুরের সাথে ভারতের ৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারতীয় সীমান্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৬৮ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে ভারতের কাঁটাতারের বেড়া। ‎‎মাঠিলা ও যাদবপুর বিওপির এলাকায় ১০ কিলোমিটার সীমান্তে নেই কাঁটাতারের কোন বেড়া। ফলে এই ১০ কিলোমিটার সীমান্তে পুশইন ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ।

‎‎বিজিবি সুত্রে জানা গেছে, মহেশপুর উপজেলায় ৫৮ বিজিবির অধীন ১২টি বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট (বিওপি) রয়েছে। ‎‎এর মধ্যে পুশইন ঝুঁকিতে রয়েছে মাঠিলা, সামন্তা, যাদবপুর, বাঘাডাংঙ্গা বিওপি সহ অন্তত ৫টি বিওপি। ‎‎এইসব বিওপি এলাকায় কঠোর নজরদারি জোরদার করেছে বিজিবি।
‎‎

সরজমিনে গিয়ে দেখা যায়, মহেশপুর উপজেলার যাদবপুর মাঠিলা সামন্তা বাঘাডাংঙ্গা শ্রীনাথপুর কুসুমপুর বিওপি এলাকায় বিজিবি সদস্যরা দিনরাত টহল দিচ্ছেন। ‎‎হাতে মাইক মুখে বাঁশি সীমান্তে বিজিবির কড়া নজরদারি চোখে পড়ছে সবসময়।

‎‎বিশেষ করে, কাজিরবেড় ইউনিয়নের সামন্তা ও মাটিলা বিওপি এলাকার সীমান্তে বিজিবি’র টহল ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ‎‎এসব এলাকায় সীমান্তের শূন্য লাইন ঘেষেঁ বিজিবি আনসার ও স্থানীয় এলাকাবাসীর শক্ত অবস্থান দেখা গেছে।

‎‎স্থানীয় এলাকাবাসী ও বিজিবির একাধিক সদস্য সূত্রে জানা গেছে,সামন্তা বিওপির অধীন, কচুরপোতা,পাখরাইল, এলাকায় রাতের আঁধারে অন্ধকারে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন লাইট বন্ধ করে কয়েকবার পুশইনের চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ‎‎তবে কাঁটাতার সংলগ্ন লাইট বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে স্থানীয় এলাকাবাসীর চিৎকার, মাইকিং ও টর্চ লাইটের আলো জ্বালিয়ে বিএসএফের পুশইন চেষ্টা ভেস্তে দিয়েছে।

‎‎সীমান্তবর্তী কাজিরবেড় গ্রামের রফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা দেখছি বিএসএফ তাদের কাঁটাতার ঘেষাঁ সড়কে বড় গাড়িতে করে লোকজন ধরে এনে জমা করছিল। ‎‎পরে রাতে কাঁটাতারের আলো বন্ধ করে গেট খুলে দিয়ে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করছে । তবে এলাকাবাসী ও বিজিবির শক্ত অবস্থানের কারণে অন্তত ৫/৬টি পুশইন চেষ্টা প্রতিহত করা হয়েছে।

‎‎সামন্তা গ্রামের বাসিন্দা তাজুল ইসলাম বলেন, সীমান্তে বিএসএফের পুশইন চেষ্টার আলামত দেখলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে বিজিবিকে জানাই। বিজিবির সংঘের রাত জেগে গ্রামের মানুষ সীমান্ত পাহারা দিচ্ছেন। গ্রামের মানুষ ঐক্যবদ্ধ। কোন পুশইন মেনে নেওয়া হবে না।

‎‎মহেশপুর (৫৮) বিজিবি ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মো: রফিকুল আলম বলেন, মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় পুশইনের কোন ঘটনা ঘটেনি। ‎‎তবে কয়েকবার সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে পুশইনের চেষ্টা করা হয়েছিল। আমাদের সৈনিকরা সার্বক্ষণিক সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন

‎‎তিনি আরও বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষ, আনসার সদস্য ও গ্রাম পুলিশের সদস্যরাও আমাদের সৈনিকদের সঙ্গে টহলে সহায়তা করছেন।

‎দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে আমরা এক ইঞ্চিও ছাড় দেব না বলে জানান বিজিবির এই দায়িত্বশীল অফিসার ও এলাকাবাসী।

ঝিনাইদহে ব্রাজিল ফুটবল সমর্থক গোষ্ঠীর র্যালী ও শোভাযাত্রা

‎“ভাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখি, ফুটবল বিশ্বকাপ উপভোগ করি” এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে ব্রাজিল ফুটবল সমর্থকদের র্যালী- শোভাযাত্রা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (১২ জুন) সকাল ১১টার দিকে স্থানীয় ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ থেকে ব্রাজিল সমর্থক গোষ্ঠির আয়োজনে এ র্যালী ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিতে শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ি, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্রাজিল সমর্থক অংশ নেন।

‎এ সময় সমর্থকেরা ব্রাজিলের প্লেয়ার এবং ফুটবল ও বিশ্বকাপ নিয়ে নানা শ্লোগান দিতে থাকেন। র্যালীটি স্থানীয় শহরের পোষ্ট অফিস মোড়, পায়রাচত্তর ঘুরে আবারও ওয়াজির আলী স্কুলের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

‎এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ব্রাজিল সমর্থক গোষ্টির আহবায়ক সাংবাদিক রাজিব হাসান, সদস্য সচিব মোহাম্মদ আল মামুন, যুগ্ম আহবায়ক রাকিবুল ইসলাম বাপ্পি ও সাংবাদিক ইমন হাসানসহ অন্যান্যরা।

কালীগঞ্জে চাচা-ভাতিজার মধ্যে সংঘর্ষে চাচার মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কোলা ইউনিয়নের কামালহাট গ্রামে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে চাচা-ভাতিজার মধ্যে সংঘর্ষে চাচার মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ জুন) দুপুর ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নিয়ামত কামালহাট গ্রামের মৃত ইমান আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে টাকা লেনদেন নিয়ে চাচা নিয়ামত ও তার ভাতিজার মধ্যে বিরোধ চলছিল। ঘটনার দিন এ বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে মারামারি শুরু হয়। এ সময় ভাতিজার আঘাতে গুরুতর আহত হন নিয়ামত। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলে পথেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে কালীগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কালীগঞ্জ থানার এস আই মনিরুজ্জামান বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। ময়নাতদন্ত্র শেষেই প্রকৃত ঘটনা উৎঘাটিত হবে। এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত থানায় কোন মামলা হয়নি। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মহেশপুরে বিজিবির বিরুদ্ধে মামলার বাদীকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানোর অভিযোগ

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার বাঘাডাঙ্গা গ্রামে হত্যা মামলার বাদী কৃষক রফিকুল ইসলাম রফিকে অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে রফির মা লাইলী বেগম এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত ৩ জুন তার ছেলে রফিকুল ইসলাম রফিকে বাঘাডাঙ্গা গ্রামের ব্যানাকুড় মাঠ থেকে একটি বিদেশী অস্ত্রসহ গ্রেফতার দেখিয়ে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির পক্ষ থেকে মামলায় জড়ানো হয়। বিজিবির এজাহারে দাবি করা হয়েছে সোর্স ও নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য সম্পূর্ণ উল্টো এবং অত্যন্ত ভয়াবহ।

তিনি দাবী করেন, রফি কোনো সন্ত্রাসী বা অস্ত্র ব্যবসায়ী নয়; তার একমাত্র অপরাধ সে একটি নির্মম জোড়া খুনের মামলার বাদী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের ১৭ জানুয়ারি সীমান্তের

রফির দেহ তল্লাসী করে পাওয়া যায়। অন্যদিকে গত ৩ জুন বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় অস্ত্রটি রফির নেপিয়ার ঘাস ক্ষেত থেকে উদ্ধার করা হয়। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে বিজিবির দুই রকম তথ্য নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

শৈলকুপায় আ. লীগ নেতার দেওয়া হয়রানিমুলক মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ভুয়া কাগজ দিয়ে খাস জমি রেকর্ড করে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ নেতা দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলার উত্তর মির্জাপুর বাজারে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে গ্রামবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ভুক্তভোগী ১০ টি পরিবারসহ এলাকাবাসী অংশ নেয়।

সেসময় বক্তব্য রাখেন ভুক্তভোগী, এতেম আলী, লাখি খাতুন, মীর শওকত আলী, নওশের আলী, আলমাস জোয়ার্দ্দার, নাজমুল হাসান সুজনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, ভরাট হওয়া ডাকুয়া নদীর ৩ টি দাগে ৩ একর ৫৩ শতক জমি ওই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আমিরুল ইসলাম বাবলু জোয়ার্দ্দার ভুয়া কাগজ দেখিয়ে রেকর্ড করে নেয়।

সরকার মামলা করলে ২০০৭ সালে আদালত সরকারের পক্ষে রায়ও দেয়। কিন্তু প্রতারক বাবলু জোয়ার্দ্দার সেই জমি এখনও নিজের দাবী করে জমিতে থাকা গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে হয়রানি করছে। বক্তারা মামলা প্রত্যাহার ও জালিয়াত বাবলু জোয়ার্দ্দার’র বিচারের দাবী জানান।